দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ

শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করার জন্য বিবাহযোগ্যা গোপকন্যারা কিভাবে কাত্যায়নীর পূজা করেছিলেন এবং কিভাবে কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করেন এবং তাঁদের বর প্রদান করেন তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিদিন খুব সকালে গোপগণের যুবতী কন্যাগণ পরস্পর হাত ধরাধরি করে কৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী কীর্তন করতে করতে যমুনায় স্নান করতে যেতেন। কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার বাসনায়, তাঁরা তার পর ধূপ, পুষ্প ও অন্যান্য সামগ্রীর দ্বারা দেবী কাত্যায়নীর পূজা করতেন।

একদিন, অল্পবয়স্ক গোপীগণ প্রতিদিনকার মতোই তাঁদের পরিধেয় বস্ত্রসকল তীরে রেখে, শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলী কীর্তন করতে করতে জলক্রীড়া করতে শুরু করলেন। সহসা কৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের সমস্ত বস্ত্র নিয়ে নিকটবর্তী একটি কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করলেন। গোপীদের উত্ত্যক্ত করতে চেয়ে, কৃষ্ণ বললেন, "আমি বুঝতে পারছি, তপস্যার ফলে তোমরা গোপিকারা কতখানি ক্লান্ত, তাই অনুগ্রহ করে তীরে উঠে এসে তোমাদের বস্ত্রগুলি গ্রহণ কর।"

গোপীগণ তখন রাগ করার ভান করে বললেন যে, যমুনার শীতল জলে তাঁদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। তাঁরা বললেন, কৃষ্ণ যদি তাঁদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে না দেন, তা হলে তাঁরা সমস্ত ঘটনা রাজা কংসকে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি তিনি বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দেন, তা হলে তাঁরা সামান্য দাসীর মনোভাব নিয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর আদেশ পালন করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করলেন যে, তিনি রাজা কংসকে ভয় পান না এবং কন্যাগণ যদি সত্যিই তাঁর আদেশ পালন করতে ইচ্ছুক হন আর তাঁর দাসী হতে চান, তা হলে তাঁরা যেন এক্ষুনি তীরে উঠে এসে তাঁদের নিজ নিজ বস্ত্রগুলি গ্রহণ করেন। শীতে কম্পিত কন্যাগণ দুই হাত দিয়ে তাঁদের গোপন অঙ্গ আচ্ছাদিত করে জল থেকে তীরে উঠে এলেন। তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত কৃষ্ণ আবার বললেন—"যেহেতু ব্রত পালনের সময় জলে নগ্ন হয়ে তোমরা স্নান করছিলে, তাই দেবতাদের প্রতি তোমরা একটি অপরাধ করেছ, আর তা মোচনের জন্য তোমাদের করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করা উচিত। তা হলেই তোমাদের তপশ্চর্যার ব্রত পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হবে।"

এই নির্দেশ অনুসরণ করে গোপীগণ শ্রদ্ধাযুক্তভাবে করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁদের বস্ত্রগুলি তাঁদের ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু অল্পবয়স্কা বালিকাগণ তাঁর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে, তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করতে পারলেন না। তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে, কৃষ্ণ বললেন যে, তাঁকে পতিরূপে লাভ করার জন্য তাঁরা যে কাত্যায়নীর পূজা করেছিলেন তা তিনি জানতেন। যেহেতু তাঁরা তাঁদের হৃদয় তাঁকে অর্পণ করেছেন, তাই তাঁদের বাসনাগুলি জাগতিক সুখ ভোগের মনোভাবের দ্বারা আর কখনই দূষিত হবে না, ঠিক যেমন ভাজা যবের থেকে আর কখনও অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না। তিনি তাঁদের বললেন, তাঁদের পরম আকাঙ্ক্ষিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

তার পর পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে গোপীগণ ব্রজে ফিরে গেলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর গোপসখারা গোচারণের জন্য দূর স্থানে গমন করলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর বালকেরা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে তাপিত হয়ে ছত্র সদৃশ এক বৃক্ষ তলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন যে, বৃক্ষের জীবন অতি চমৎকার, কারণ স্বয়ং তাপ অনুভব করেও বৃক্ষ নিরন্তর তাপ, বর্ষা, তুষার ইত্যাদি থেকে অন্যদের রক্ষা করছে। তা ছাড়া পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, মণ্ড ও পল্লবাদির দ্বারা একটি বৃক্ষ সকলেরই বাসনা পূরণ করে। এই ধরনের জীবনই আদর্শ। কৃষ্ণ বললেন, প্রকৃতপক্ষে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সকলের মঙ্গল সাধন করাই জীবনের সার্থকতা।

এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৃক্ষের স্তুতির পরে, সমগ্র সঙ্গিদল যমুনায় গমন করলেন, যেখানে গোপবালকেরা গাভীদের সুমিষ্ট জল পান করালেন আর নিজেরাও কিছুটা পান করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **হেমন্তে**—হেমন্তকালে; **প্রথমে**—প্রথম; **মাসি**—মাসে; **নন্দ-ব্রজ**—নন্দ মহারাজের গোপ-গ্রামে; **কুমারিকাঃ**—কুমারী কন্যাগণ; **চেরুঃ**—পালন করলেন; **হবিষ্যম্**—হবিষ্যান্ন; **ভুঞ্জানাঃ**—ভোজন করে; **কাত্যায়নী**—দেবী কাত্যায়নীর; **অর্চন-ব্রতম্**—পূজার ব্রত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোকুলের কুমারী কন্যাগণ দেবী কাত্যায়নীর অর্চনাব্রত পালন করলেন। সারা মাস তাঁরা কেবলমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করেছিলেন।

তাৎপর্য

হেমন্তে শব্দটি মার্গশীর্ষ মাসকে নির্দেশ করে—পাশ্চাত্যের পঞ্জিকা অনুযায়ী সেটি প্রায় নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে, "গোপীগণ প্রথমে কোন মশলা বা হলুদ ছাড়া মুগ ডাল ও চাল একত্রে সিদ্ধ করে হবিষ্যান্ন খেলেন। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করার আগে দেহকে শুদ্ধ রাখার জন্য এই ধরনের খাদ্য অনুমোদিত হয়েছে।"

শ্লোক ২-৩

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে ।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চুর্নৃপ সৈকতীম্ ॥ ২ ॥
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥ ৩ ॥

আপ্লুত্য—স্নান করে; **অম্ভসি**—জলে; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনার; **জলান্তে**—নদীর তীরে; **চ**—এবং; **উদিতে**—উদিত হলে; **অরুণে**—প্রাতঃকাল; **কৃত্বা**—তৈরি করে; **প্রতি-কৃতিম্**—একটি প্রতিমা; **দেবীম্**—দেবী; **আনর্চুঃ**—তাঁরা অর্চনা করলেন; **নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **সৈকতীম্**—মৃত্তিকা নির্মিত; **গন্ধৈঃ**—চন্দনের মণ্ড ও অন্যান্য সুগন্ধী দ্রব্যের দ্বারা; **মাল্যৈঃ**—মালার দ্বারা; **সুরভিভিঃ**—সুগন্ধী; **বলিভিঃ**—উপহারের দ্বারা; **ধূপ-দীপকৈঃ**—ধূপ ও প্রদীপের দ্বারা; **উচ্চ-অবচৈঃ**—নানা প্রকার; **চ**—এবং; **উপহারৈঃ**—উপহারের দ্বারা; **প্রবাল**—নব-পল্লব; **ফল**—ফল; **তণ্ডুলৈঃ**—এবং সুপারি।

অনুবাদ

হে রাজন্, সূর্যোদয় কালে যমুনার জলে স্নান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী দুর্গার একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তার পর তাঁরা ঘসা চন্দনের মতো সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে দীপ, ফল, সুপারি, নব-পল্লব, সুগন্ধ-মাল্য ও ধূপসহ নানা প্রকার উপহারের দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বলিভিঃ* শব্দের দ্বারা বস্ত্র, অলঙ্কার, খাদ্য ইত্যাদি নৈবেদ্যকে নির্দেশ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি ।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥ ৪ ॥

কাত্যায়নি—হে দেবী কাত্যায়নী; **মহা-মায়ে**—হে মহাশক্তি; **মহা-যোগিনি**—হে মহা যোগশক্তি ধারিণী; **অধীশ্বরি**—হে শক্তিশালিনী নিয়ন্তা; **নন্দ-গোপ-সুতম্**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **দেবি**—হে দেবী; **পতিম্**—পতি; **মে**—আমার; **কুরু**—অনুগ্রহ করে করুন; **তে**—আপনার প্রতি; **নমঃ**—আমার প্রণাম; **ইতি**—এই কথাগুলি সহ; **মন্ত্রম্**—মন্ত্র; **জপন্ত্যঃ**—জপ করতে করতে; **তাঃ**—তাঁরা; **পূজাম্**—পূজা; **চক্রুঃ**—করছিলেন; **কুমারিকাঃ**—অবিবাহিত কন্যাগণ।

অনুবাদ

"হে দেবী কাত্যায়নী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তি ধারিণী এবং শক্তিশালিনী সর্বনিয়ন্তা, অনুগ্রহ করে নন্দ মহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।"—এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণের প্রত্যেকে তাঁর পূজা করছিলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন আচার্যগণের মতানুসারে, এই শ্লোকে উল্লিখিত দেবী দুর্গা মায়া নাম্নী কৃষ্ণের মায়িক শক্তি নন বরং যোগমায়ারূপে পরিচিত ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়িক শক্তির মধ্যে পার্থক্য *নারদ-পঞ্চরাত্রে* শ্রুতি ও বিদ্যার কথোপকথনে বর্ণিত হয়েছে—

জানাত্যেকাপরা কান্তং সৈবা দুর্গা তদাত্মিকা ।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ ।
মুহূর্তাদ্ দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥
একেয়ং প্রেমসর্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী ।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥
অস্যা আবারিকশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী ।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্বং সর্বে দেহাভিমানিনঃ ॥

"দুর্গা নামে পরিচিত ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তি তাঁর প্রেমময়ী সেবায় উৎসর্গীকৃত। ভগবানের শক্তি হওয়ার ফলে, এই নিকৃষ্টা শক্তি তাঁর থেকে অভিন্ন। আর একটি উৎকৃষ্টা শক্তি রয়েছে, যাঁর রূপটি স্বয়ং ভগবানের মতো একই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। এই পরম শক্তিকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে যে-কেউ তৎক্ষণাৎ সকল আত্মার পরম আত্মাস্বরূপ এবং সমস্ত ঈশ্বরের পরম ঈশ্বরস্বরূপ তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারেন। আর অন্য কোনওভাবে তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবানের এই পরম শক্তি গোকুলেশ্বরী রূপে পরিচিত। তাঁর স্বভাবই হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকা এবং তাঁর মাধ্যমে যে-কেউ সহজেই সমস্ত কিছুর অধীশ্বর এবং অনাদি আদি ভগবানকে লাভ করতে পারেন। ভগবানের এই অন্তরঙ্গা শক্তির একটি আবরণাত্মিকা শক্তি রয়েছে, যিনি মহামায়ারূপে পরিচিতা এবং যিনি জড় জগৎকে শাসন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করে রেখেছেন, আর এভাবেই জগৎ মধ্যস্থ সকলেই মিথ্যাভাবে নিজেকে জড় দেহরূপে জ্ঞান করছে।"

উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা কিংবা উৎকৃষ্টা ও নিকৃষ্টা শক্তি যথাক্রমে যোগমায়া ও মহামায়া রূপে রূপায়িত করা হয়েছে। কখনও কখনও *দুর্গা* নামটি অন্তরঙ্গা, উৎকৃষ্টা শক্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন *পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে—"কৃষ্ণকে অর্চনা করার জন্য ব্যবহৃত সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহ দুর্গা নামে পরিচিতা।" এভাবেই পরমতত্ত্ব কৃষ্ণের গুণকীর্তন ও অর্চনার নির্দিষ্ট মন্ত্র বা স্তবের অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হয়। অতএব দুর্গা নামটি সেই ব্যক্তিকেও উল্লেখ করে যিনি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে ক্রিয়া করেন এবং যিনি এভাবেই শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে অধিষ্ঠিতা। এই অন্তরঙ্গা শক্তিকে *একানংশা* বা সুভদ্রা নামে পরিচিতা কৃষ্ণের ভগিনীরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই সেই দুর্গা যাঁকে বৃন্দাবনের গোপীগণ অর্চনা করেছিলেন। অনেক আচার্যগণ মন্তব্য করেছেন যে, সাধারণ মানুষ কখনও কখনও বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে যে, 'মহামায়া' ও 'দুর্গা' নামগুলি কেবলমাত্র ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকেই উল্লেখ করা হয়।

এমন কি তাত্ত্বিক অনুমানেও যদি আমরা গ্রহণ করি যে, গোপীগণ বহিরঙ্গা মায়ার পূজা করছিলেন, তবুও তাঁদের পক্ষে সেটি দূষণীয় নয়, যেহেতু কৃষ্ণের প্রেমময়ী লীলায় তাঁরা সমাজের সাধারণ সদস্যরূপেই অভিনয় করছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—"বৈষ্ণবেরা সাধারণত কোনও দেব-দেবীর পূজা করেন না। যে সমস্ত ভক্ত শুদ্ধ ভগবৎ-ভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে চান,

তাঁদের জন্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর দেব-দেবীর সমস্ত পূজা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তবুও কৃষ্ণের প্রতি তুলনাহীন প্রীতি যাঁদের, সেই গোপিকাদেরও দুর্গাপূজা করতে দেখা যাচ্ছে। দেব-দেবীর উপাসকেরাও কখনও কখনও উল্লেখ করেন যে, গোপীরাও দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন, কিন্তু গোপীদের কি উদ্দেশ্য ছিল তা আমাদের বুঝতে হবে। সাধারণত, মানুষ দুর্গাপূজা করে কোনও জড়জাগতিক আশীর্বাদ লাভের আশায়। কিন্তু গোপীরা এখানে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা তাঁর সেবা করার জন্য যে-কোনও উপায় অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। সেটিই ছিল গোপীদের অত্যুৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য। কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার জন্য তাঁরা সম্পূর্ণ একমাস ধরে দুর্গাদেবীর পূজা করেছিলেন । নন্দ মহারাজের পুত্র কৃষ্ণ তাঁদের পতি হবার জন্য তাঁরা প্রতিদিন প্রার্থনা করেছিলেন।"

সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত ভক্ত অপ্রাকৃত গোপীগণের মধ্যে কোনও রকম জড় গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে কৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত কখনই কল্পনা করেন না। তাঁদের সকল কার্যাবলীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র কৃষ্ণকে ভালবাসা ও তাঁকে সন্তুষ্ট করা। আমরা যদি মূর্খের মতো তাঁদের কার্যাবলীকে কোনভাবেও জাগতিক বলে বিবেচনা করি, তা হলে কৃষ্ণভাবনামৃত হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

শ্লোক ৫

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ ।
ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ ॥ ৫ ॥

এবম্—এভাবেই; **মাসম্**—একমাস ব্যাপী; **ব্রতম্**—তাঁদের ব্রত; **চেরুঃ**—তাঁরা পালন করলেন; **কুমার্যঃ**—কন্যাগণ; **কৃষ্ণ-চেতসঃ**—কৃষ্ণে নিমগ্ন তাঁদের মন; **ভদ্রকালীম্**—দেবী কাত্যায়নীকে; **সমানর্চুঃ**—তাঁরা যথাযথভাবে পূজা করেছিলেন; **ভূয়াৎ**—তিনি হোন; **নন্দ-সুতঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **পতিঃ**—আমার পতি।

অনুবাদ

এভাবেই একমাসব্যাপী কন্যাগণ তাঁদের ব্রত পালন করেন এবং তাঁদের মন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে নিমগ্ন করে এবং "নন্দ মহারাজের পুত্র আমার পতি হোক"—এই ভাবনায় ধ্যানস্থ হয়ে যথাযথভাবে দেবী ভদ্রকালীর পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৬

ঊষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥ ৬ ॥

ঊষসি—ঊষাকালে; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **গোত্রৈঃ**—তাঁদের নাম দ্বারা; **স্বৈঃ**—সঠিক; **অন্যোন্য**—পরস্পরকে; **আবদ্ধ**—ধারণ করে; **বাহবঃ**—তাঁদের হস্ত; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণের গুণমহিমা; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **জগুঃ**—তাঁরা গান করতেন; **যাত্যঃ**—গমনকালে; **কালিন্দ্যাম্**—যমুনায়; **স্নাতুম্**—স্নান করবার জন্য; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন।

অনুবাদ

প্রতিদিন তাঁরা ভোরবেলায় উঠতেন। পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে, তাঁরা হাত ধরাধরি করতেন এবং স্নান করার জন্য কালিন্দীতে গমনকালে উচ্চস্বরে কৃষ্ণের গুণগান করতেন।

শ্লোক ৭

নদ্যাঃ কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ববৎ ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ॥ ৭ ॥

নদ্যাঃ—নদীর; **কদাচিৎ**—একদিন; **আগত্য**—আগত হয়ে; **তীরে**—তীরে; **নিক্ষিপ্য**—নীচে রেখে; **পূর্ববৎ**—আগের মতোই; **বাসাংসি**—তাঁদের বস্ত্রাদি; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **বিজহ্রুঃ**—তাঁরা ক্রীড়া করলেন; **সলিলে**—জলে; **মুদা**—আনন্দে।

অনুবাদ

একদিন তাঁরা নদীর তীরে এসে, পূর্বের মতোই তাঁদের বসন একপাশে রেখে দিয়ে, কৃষ্ণের মহিমা গান করতে করতে আনন্দে জলক্রীড়া করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, পূর্ণিমার দিন, যেদিন গোপীরা তাঁদের ব্রত সম্পূর্ণ করেছিলেন, সেই দিনই এই ঘটনা ঘটেছিল। সফলতার সঙ্গে তাঁদের ব্রত শেষ করার দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য কন্যাগণ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গোপীদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ প্রিয় পাত্রী বৃষভানু তনয়া অল্পবয়স্কা রাধারাণীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, আর স্নান করার জন্য তাঁদের সবাইকে নদীতে এনেছিলেন। তাঁদের এই জলবিহারের উদ্দেশ্য ছিল *অবভৃৎ-স্নান* রূপে সেবা করা, অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞ সমাপ্তির পর তৎক্ষণাৎ এই আনুষ্ঠানিক স্নান গ্রহণ করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে বর্ণনা করছেন—"ভারতীয় বালিকা ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রথা হচ্ছে যে, যখন তাঁরা নদীতে স্নান করেন, তখন তাঁরা নদীর তীরে তাঁদের বস্ত্র খুলে রেখে দেন এবং সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নদীতে ডুব দেন। নদীর যেখানে বালিকারা ও স্ত্রীলোকেরা স্নান করেন সেখানে কোনও পুরুষের যাওয়া

কঠোরভাবে নিষেধ এবং এই প্রথা আজও প্রচলিত আছে। পরমেশ্বর ভগবান অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা বালিকাদের মনের কথা জানতে পেরে, তাঁদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যবস্তু মঞ্জুর করেন। তাঁরা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, আর কৃষ্ণ তাঁদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করলেন।"

শ্লোক ৮

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্মসিদ্ধয়ে ॥ ৮ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **তৎ**—সেই; **অভিপ্রেত্য**—দর্শন করে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ**—যোগশক্তির অধীশ্বরেরও অধীশ্বর; **বয়সৈঃ**—অল্পবয়সী সঙ্গীদের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবৃত; **তত্র**—সেখানে; **গতঃ**—গমন করলেন; **তৎ**—সেই সমস্ত কন্যাগণের; **কর্ম**—ধর্মীয় আচারপূর্ণ কার্যকলাপ; **সিদ্ধয়ে**—ফল দানের জন্য।

অনুবাদ

যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীরা কি করছিলেন সেই সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, আর তাই তাঁদের প্রচেষ্টার পূর্ণতার ফল দানের উদ্দেশ্যে তাঁর অল্পবয়স্ক সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সেখানে আগমন করলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সহজেই গোপীগণের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন আর তিনিই তা পূর্ণ করতে পারেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অল্পবয়স্কা বালিকাদের মতো গোপীগণ বিবেচনা করেছিলেন যে, একজন অল্পবয়স্ক বালকের সামনে নগ্নভাবে উপস্থিত হয়ে বিব্রত হওয়া তাঁদের জীবন ত্যাগ করার চেয়েও অধিকতর মন্দ। তবুও শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের জল থেকে উঠে এসে তাঁর প্রতি নতজানু করিয়েছিলেন। যদিও গোপীগণের দৈহিক রূপ পূর্ণরূপে পরিণত ছিল এবং যদিও কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে নির্জন স্থানে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁদের সম্পূর্ণভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, কিন্তু যেহেতু ভগবান সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত, তাই তাঁর মনের কোথাও জাগতিক কামনার চিহ্ন মাত্র ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্র, আর তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ কাম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তাঁর সেই আনন্দ চিন্ময় স্তরে গোপীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যে-সমস্ত সঙ্গীদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন বড় জোর দুই কিংবা তিন বৎসর বয়সের শিশুমাত্র। তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ এবং স্ত্রী ও পুরুষের বিভেদ

সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। কৃষ্ণ যখন গোচারণে গমন করতেন, তখন তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতেন কারণ তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি এতই আসক্ত ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গহীনতা তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না।

শ্লোক ৯

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥ ৯ ॥

তাসাম্—সেই সমস্ত কুমারীদের; **বাসাংসি**—বস্ত্রসমূহ; **উপাদায়**—গ্রহণ করে; **নীপম্**—একটি কদম্ব বৃক্ষে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **সত্বরঃ**—তাড়াতাড়ি; **হসদ্ভিঃ**—যাঁরা হাসছিলেন; **প্রহসন্**—নিজে উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে; **বালৈঃ**—বালকদের সঙ্গে; **পরিহাসম্**—পরিহাসযুক্ত কথাগুলি; **উবাচ হ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

কুমারীগণের বসনসমূহ নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি একটি কদম্ব বৃক্ষের মাথায় আরোহণ করলেন। তার পর, তিনি উচ্চস্বরে হাসতে থাকলে, তাঁর সঙ্গীগণও উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন, তখন তিনি পরিহাসচ্ছলে কুমারীগণের উদ্দেশ্যে বললেন।

শ্লোক ১০

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্ ।
সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম যদ্ যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ ॥ ১০ ॥

অত্র—এখানে; **আগত্য**—এসে; **অবলাঃ**—হে কুমারীগণ; **কামম্**—তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে; **স্বম্ স্বম্**—নিজ নিজ; **বাসঃ**—বস্ত্র; **প্রগৃহ্যতাম্**—অনুগ্রহ করে গ্রহণ কর; **সত্যম্**—সত্য; **ব্রুবাণি**—আমি বলছি; **ন**—না; **উ**—বরং; **নর্ম**—পরিহাস; **যৎ**—যেহেতু; **যূয়ম্**—তোমরা; **ব্রত**—কঠোর ব্রতের দ্বারা; **কর্শিতাঃ**—ক্লান্ত।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে কুমারীগণ, তোমরা প্রত্যেকে এখানে এসে ইচ্ছা অনুসারে তোমাদের বসন ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তোমরা ক্লান্ত, তাই আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পরিহাস করছি না।

শ্লোক ১১

ন ময়োদিতপূর্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবেতি সুমধ্যমাঃ ॥ ১১ ॥

ন—কখনও না; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উদিত**—বলা হয়েছে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **বা**—অথবা; **অনৃতম্**—কোনও রকম মিথ্যা; **তৎ**—তা; **ইমে**—এই অল্পবয়স্ক; **বিদুঃ**—জানে; **এক-একশঃ**—একে একে; **প্রতীচ্ছধ্বম্**—তুলে নাও (তোমাদের বস্ত্রগুলি); **সহ**—অথবা একত্রে; **এব**—বস্তুত; **ইতি**—এভাবে; **সু-মধ্যমাঃ**—হে সরু ও সুগঠিত কোমর-বিশিষ্টা কুমারীগণ।

অনুবাদ

আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি এবং এই বালকেরা তা জানে। অতএব, হে সুমধ্যমা কুমারীগণ, অনুগ্রহ করে হয় একে একে অথবা সকলে একত্রে এগিয়ে এসে তোমাদের বস্ত্রগুলি তুলে নাও।

শ্লোক ১২

তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ ॥ ১২ ॥

তস্য—তাঁর; **তৎ**—সেই; **ক্ষ্বেলিতম্**—পরিহাসমূলক ব্যবহার; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **প্রেম-পরিপ্লুতাঃ**—শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণরূপে নিমগ্না; **ব্রীড়িতাঃ**—লজ্জিতা হয়ে; **প্রেক্ষ্য**—দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; **চ**—এবং; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরের প্রতি; **জাত-হাসাঃ**—হাসতে লাগলেন; **ন নির্যযুঃ**—তাঁরা নির্গত হলেন না।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে কিভাবে পরিহাস করছেন তা দর্শন করে, গোপীগণ পূর্ণরূপে তাঁর প্রেমে নিমগ্না হলেন এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাঁরা সলজ্জভাবে হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে পরিহাস করতে লাগলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা জল থেকে নির্গত হলেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"গোপীগণ অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলেন এবং তাঁরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করতে পারতেন—'কেন তুমি আমাদের বস্ত্রগুলি কেবলমাত্র নদীর তীরে রেখে চলে যাচ্ছ না?'

"কৃষ্ণ নিশ্চয়ই উত্তর দিতে পারতেন, 'কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা অন্যের বস্ত্র নিয়ে নিতে পারে।'

"গোপীরা উত্তর দিতে পারতেন, 'আমরা সৎ এবং কখনও কোনও কিছু চুরি করি না। আমরা কখনও অন্যের সম্পত্তি স্পর্শ করি না।'

"তখন কৃষ্ণ বলতে পারতেন, 'সেটিই যদি সত্যি হয়, তা হলে কেবলমাত্র চলে এস এবং তোমাদের বস্ত্র নিয়ে যাও। অসুবিধা কোথায়?'

"গোপীরা যখন কৃষ্ণের দৃঢ়সঙ্কল্প দর্শন করলেন, তখন তাঁরা প্রেমময় ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হলেন। লজ্জিতা হয়েও তাঁরা কৃষ্ণের এরূপ মনোযোগ লাভ করে উৎফুল্লিত হলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে এমনভাবে পরিহাস করছিলেন যেন তাঁরা হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী বা প্রেমিকা, আর গোপীগণের একমাত্র কামনাই ছিল তাঁর সঙ্গে এই ধরনের সম্পর্ক অর্জন করা। একই সঙ্গে, তিনি তাঁদের নগ্ন দেখবেন বলে তাঁরা লজ্জাবোধ করছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর পরিহাস বচন শুনে তাঁরা তাঁদের হাসি সংযত করতে পারলেন না, এমন কি নিজেদের মধ্যে পরিহাস শুরু করে একজন গোপী আর একজনকে অনুরোধ করে বললেন, 'এগিয়ে যাও, তুমি আগে যাও এবং দেখা যাক কৃষ্ণ তোমার সঙ্গে কোনও কৌশল করে কি না। তার পর আমরা পরে যাব।'"

শ্লোক ১৩

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্মণাক্ষিপ্তচেতসঃ ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এভাবেই; **ব্রুবতি**—বলে; **গোবিন্দে**—শ্রীগোবিন্দ; **নর্মণা**—তাঁর পরিহাস বচনের দ্বারা; **আক্ষিপ্ত**—বিক্ষুব্ধ; **চেতসঃ**—তাঁদের মন; **আ-কণ্ঠ**—তাঁদের কণ্ঠ পর্যন্ত; **মগ্নাঃ**—নিমজ্জিতা; **শীত**—শীতল; **উদে**—জলে; **বেপমানাঃ**—কম্পিত হয়ে; **তম্**—তাঁকে; **অব্রুবন্**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

শ্রীগোবিন্দ এভাবেই গোপীদের বলতে থাকলে, তাঁর পরিহাস বচন সম্পূর্ণভাবে তাঁদের চিত্তকে মোহিত করেছিল। শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা হয়ে তাঁরা কাঁপতে শুরু করলেন। এভাবেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে পরিহাসের নিম্নোক্ত উদাহরণ প্রদান করছেন—

কৃষ্ণ ঃ হে খঞ্জনাখ্য কুমারীগণ, তোমরা যদি না আস, তা হলে বৃক্ষশাখায় ঝোলানো এই সমস্ত বস্ত্র দিয়ে আমি একটি দোলনা ও একটি ঝুলন্ত শয্যা তৈরি করব। আমার এখন শুয়ে পড়া প্রয়োজন, কারণ সারা রাত্রি আমি জেগে কাটিয়েছি আর এখন আমার ঘুম পাচ্ছে।

গোপীগণ ঃ হে গোপাল, তোমার গাভীসকল তৃণলোভে একটি গুহার ভিতরে চলে গেছে। তাই তুমি সেখানে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের সঠিক গোচারণপথে ফিরিয়ে আন।

কৃষ্ণ ঃ এখন চলে এস, প্রিয় গোপবালাগণ, তোমাদের অবশ্যই এখান থেকে তাড়াতাড়ি ব্রজে ফিরে গিয়ে গৃহস্থালি কর্তব্য কর্মসমূহ করতে হবে। তোমাদের পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের উপদ্রব-স্বরূপ হয়ো না।

গোপীগণ ঃ হে কৃষ্ণ, আমাদের মাতা-পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদের আদেশে আমরা একমাস গৃহে ফিরে যাব না কারণ আমরা কাত্যায়নী ব্রতের উপবাস পালন করছি।

কৃষ্ণ ঃ হে ব্রতপরায়ণ কন্যাগণ, তোমাদের দর্শন প্রভাবে আমারও এখন সহসা সংসার-জীবন থেকে বিস্ময়কর বৈরাগ্য-ভাবের উদয় হয়েছে। আমি এখানে একমাস থেকে নভোবাস ব্রত সম্পাদন করতে চাই। আর তোমরা যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর, তা হলে এখান থেকে নেমে এসে তোমাদের সাহচর্যে উপবাস ব্রত পালন করতে পারি।

কৃষ্ণের পরিহাস বচনে গোপীরা সম্পূর্ণরূপে মোহিত হয়েছিলেন, কিন্তু লজ্জাবশত তাঁরা নিজেদের আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিতা রেখেছিলেন। শীতে কম্পিতা হয়ে তাঁরা কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে এভাবে বললেন।

শ্লোক ১৪

মানয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাং তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্ ।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥ ১৪ ॥

মা—কর না; **অনয়ম্**—অনুচিত; **ভোঃ**—আমাদের প্রিয় কৃষ্ণ; **কৃথাঃ**—কর; **ত্বাম্**—তোমাকে; **তু**—পক্ষান্তরে; **নন্দ-গোপ**—নন্দ মহারাজের; **সুতম্**—পুত্র; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **জানীমঃ**—আমরা জানি; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **ব্রজ-শ্লাঘ্যম্**—ব্রজমণ্ডলে প্রশংসিত; **দেহি**—অনুগ্রহ করে দাও; **বাসাংসি**—আমাদের বস্ত্রগুলি; **বেপিতাঃ**—(আমাদের) যাঁরা কম্পিত হচ্ছে।

অনুবাদ

[গোপীগণ বললেন—] হে কৃষ্ণ, অন্যায় করো না! আমরা জানি যে, তুমি নন্দের মাননীয় পুত্র এবং ব্রজের সকলেই তোমাকে সম্মান করে। তুমি আমাদেরও অত্যন্ত প্রিয়। অনুগ্রহ করে আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। এই শীতল জলে আমরা কম্পিত হচ্ছি।

শ্লোক ১৫

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্ ।
দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নো চেদ্ রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ॥ ১৫ ॥

শ্যামসুন্দর—হে শ্যামসুন্দর; **তে**—তোমার; **দাস্যঃ**—দাসী; **করবাম**—আমরা করব; **তব**—তোমার দ্বারা; **উদিতম্**—যা বলা হবে; **দেহি**—অনুগ্রহ করে দাও; **বাসাংসি**—আমাদের বস্ত্রগুলি; **ধর্মজ্ঞ**—হে ধর্মজ্ঞ; **ন**—না; **উ**—বস্তুত; **চেৎ**—যদি; **রাজ্ঞে**—রাজাকে; **ব্রুবামঃ**—আমরা বলব; **হে**—হে কৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী এবং তুমি যা বলবে তা অবশ্যই করব। কিন্তু আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। ধর্মীয় নীতিগুলি কি তা তুমি অবগত এবং যদি তুমি বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে না দাও, তা হলে আমরা রাজাকে বলে দেব। অনুগ্রহ কর!

শ্লোক ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ ।
নো চেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ভবত্যঃ**—তোমরা; **যদি**—যদি; **মে**—আমার; **দাস্যঃ**—দাসী; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উক্তম্**—কথিত; **বা**—অথবা; **করিষ্যথ**—তোমরা কর; **অত্র**—এখানে; **আগত্য**—এসে; **স্ব-বাসাংসি**—তোমাদের নিজ নিজ বস্ত্র; **প্রতীচ্ছত**—নিয়ে যাও; **শুচি**—শুদ্ধ; **স্মিতাঃ**—যাঁদের হাসি; **ন উ**—না; **চেৎ**—যদি; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **প্রদাস্যে**—প্রদান করব; **কিম্**—কি; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **রাজা**—রাজা; **করিষ্যতি**—করতে সক্ষম হবেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তোমরা কুমারীগণ যদি প্রকৃতই আমার দাসী হয়ে থাক এবং আমি যা বলব তা যদি তোমরা সত্যিই কর, তা হলে তোমাদের সরল হাসি নিয়ে এখানে এস আর প্রত্যেক কুমারী তার নিজের বস্ত্র নিয়ে যাও। আমি যা বলছি তা যদি তোমরা না কর, তা হলে তোমাদের আমি তা ফেরত দেব না। আর রাজা যদি ক্রুদ্ধও হন, তিনি কি করতে পারেন?

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলছেন, "গোপিকারা যখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ অটল ও দৃঢ়সংকল্প, তখন তাঁর আদেশ পালন করা ছাড়া বিকল্প আর কিছু ছিল না।"

শ্লোক ১৭

ততো জলাশয়াৎ সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ ॥ ১৭ ॥

ততঃ—তখন; **জল-আশয়াৎ**—নদী থেকে; **সর্বাঃ**—সকলে; **দারিকাঃ**—অল্পবয়স্ক কুমারীগণ; **শীত-বেপিতাঃ**—শীতে কাঁপতে কাঁপতে; **পাণিভ্যাম্**—তাঁদের হাত দিয়ে; **যোনিম্**—তাঁদের গোপন-অঙ্গ; **আচ্ছাদ্য**—আচ্ছাদিত করে; **প্রোত্তেরুঃ**—তাঁরা উঠে এলেন; **শীত-কর্শিতাঃ**—শীতে কষ্ট পেয়ে।

অনুবাদ

তার পর, ক্লেশদায়ক শীতে কাঁপতে কাঁপতে কুমারীগণ তাঁদের হাত দিয়ে তাঁদের গোপন-অঙ্গ আচ্ছাদিত করে জল থেকে উঠে এলেন।

তাৎপর্য

গোপীগণ কৃষ্ণকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁর নিত্য দাসী এবং তিনি যা বলবেন তাই তাঁরা পালন করবেন, আর এভাবেই নিজেদের কথার দ্বারাই তাঁরা এখন পরাস্ত হয়েছিলেন। তাঁরা যদি আরও দেরি করতেন, তাঁরা মনে করেছিলেন যে, অন্য কেউ হয়ত এসে পড়বে, আর সেটি তাঁদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠবে। গোপীরা কৃষ্ণকে এতই ভালবাসতেন যে, সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও তাঁর প্রতি তাঁদের আসক্তি অধিক থেকে অধিকতর বর্ধিত হচ্ছিল এবং তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করতে তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাই সেই লজ্জাকর অবস্থাতেও তাঁরা নদীতে ডুবে মরার কথা বিবেচনা করেননি।

তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, তাঁদের লজ্জা সরিয়ে রেখে, তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণের কাছে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার নেই। এভাবেই গোপীরা পরস্পরকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, জল থেকে উঠে তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

শ্লোক ১৮

ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ॥ ১৮ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **আহতাঃ**—আহতা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **শুদ্ধ**—শুদ্ধ; **ভাব**—তাঁদের প্রেমময় ভাবের দ্বারা; **প্রসাদিতঃ**—সন্তুষ্ট হলেন; **স্কন্ধে**—তাঁর স্কন্ধের উপরে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **বাসাংসি**—তাঁদের বস্ত্রসকল; **প্রীতঃ**—প্রীতি সহকারে; **প্রোবাচ**—বললেন; **স-স্মিতম্**—হাসতে হাসতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যখন লজ্জাহত গোপীগণকে দর্শন করলেন, তখন তিনি তাঁদের শুদ্ধ প্রেমভাবের দ্বারা সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের বস্ত্রসমূহ নিজের স্কন্ধে স্থাপন করে, ভগবান মৃদু হেসে প্রীতি সহকারে তাঁদের বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করছেন, "গোপীদের এই সরল আত্মনিবেদন এত নির্মল ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁদের প্রতি প্রীত হলেন। সমস্ত গোপকুমারীরাই যাঁরা কৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে পাবার জন্য কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁদের সেই মনোবাঞ্ছা এভাবেই পূর্ণ হল। কোনও স্ত্রী তাঁর স্বামী ছাড়া আর কারও সামনে নগ্ন হতে পারেন না। গোপকুমারীরা কৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে কামনা করেছিলেন এবং এভাবেই তিনি তাঁদের সেই মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন।"

গোপীদের মতো সম্ভ্রান্ত কুমারীগণের কাছে কোনও অল্পবয়স্ক বালকের সম্মুখে নগ্ন হয়ে দাঁড়ানো মৃত্যুর চেয়ে নিন্দনীয়, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর জন্য তাঁদের ভালবাসার দৃঢ়তা দর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের বিশুদ্ধ ভক্তিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা
ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্ ।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ
কৃত্বা নমোঽধোবসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

যূয়ম্—তোমরা; **বিবস্ত্রাঃ**—নগ্ন; **যৎ**—যেহেতু; **অপঃ**—জলে; **ধৃত-ব্রতাঃ**—ধর্মীয় আচারপূর্ণ ব্রত অনুষ্ঠানকালে; **ব্যগাহত**—স্নান করেছ; **এতৎ তৎ**—এই; **উ**—প্রকৃতপক্ষে; **দেব-হেলনম্**—বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের প্রতি একটি অপরাধ; **বদ্ধা অঞ্জলিম্**—জোড় হাত করে; **মূর্ধ্নি**—তোমাদের মস্তকের উপরে; **অপনুত্তয়ে**—প্রতিকার করার জন্য; **অংহসঃ**—তোমাদের পাপকর্মের; **কৃত্বা নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করে; **অধঃ -বসনম্**—তোমাদের অধোবসনগুলি; **প্রগৃহ্যতাম্**—অনুগ্রহ করে ফিরিয়ে নাও।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] তোমরা কুমারীগণ ব্রতপালন কালে নগ্ন হয়ে স্নান করেছ এবং সেটি নিঃসন্দেহে দেবতাদের প্রতি একটি অপরাধ। তোমাদের পাপের প্রতিকারের জন্য তোমাদের মস্তকের উপরে হাত জোড় করে তোমাদের প্রণাম নিবেদন করা উচিত। তারপর তোমরা তোমাদের অধোবসন ফিরিয়ে নাও।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গোপীদের পূর্ণ আত্মনিবেদন দর্শন করতে চেয়েছিলেন, আর এভাবেই তিনি তাঁদের মস্তকের উপরে হাত জোড় করে প্রণাম নিবেদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, গোপীরা তাঁদের দেহ আবৃত করেননি। আমাদের মূর্খের মতো মনে করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ কামুক বালক এবং তিনি গোপীদের নগ্ন সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং তিনি বৃন্দাবনের গোপবালিকাদের প্রেমময়ী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার অভিনয় করছিলেন। এই পৃথিবীতে এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা নিশ্চিতভাবে কামনা-প্রবণ হয়ে উঠতাম। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা মস্ত বড় অপরাধ এবং এই অপরাধের ফলে আমরা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অবস্থান অবগত হতে পারব না, কারণ ভুলবশত তাঁকে আমরা আমাদেরই মতো জড় বদ্ধ মনে করব। পরম-তত্ত্বের আনন্দের আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করছেন এমন কারও পক্ষে কৃষ্ণের দিব্য দৃষ্টি হারানো এক মস্ত বড় বিপর্যয়।

শ্লোক ২০

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা
মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্ ।
তৎপূর্তিকামাস্তদশেষকর্মণাং
সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ ॥ ২০ ॥

ইতি—এই কথায়; **অচ্যুতেন**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **অভিহিতম্**—নির্দেশিত; **ব্রজ-অবলাঃ**—ব্রজের কুমারীগণ; **মত্বা**—বিবেচনা করে; **বিবস্ত্র**—নগ্ন; **আপ্লবনম্**—স্নানে; **ব্রত-চ্যুতিম্**—তাঁদের ব্রত ভঙ্গ হয়েছে; **তৎ-পূর্তি**—তার সাফল্যজনক সমাপ্তি; **কামাঃ**—একাগ্রচিত্তে কামনা করে; **তৎ**—সেই অনুষ্ঠানের; **অশেষ-কর্মণাম্**—এবং অনন্ত অন্যান্য পুণ্যকর্মের; **সাক্ষাৎ-কৃতম্**—সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ; **নেমুঃ**—তাঁরা তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন; **অবদ্য-মৃক্**—সমস্ত পাপের মার্জনকারী; **যতঃ**—যেহেতু।

অনুবাদ

এভাবেই বৃন্দাবনের অল্পবয়স্ক কুমারীগণ ভগবান অচ্যুত তাঁদের যা বলেছেন তা বিবেচনা করে স্বীকার করলেন যে, নদীতে নগ্ন হয়ে স্নান করার ফলে তাঁদের ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের ব্রত সাফল্যজনক ভাবে শেষ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত পুণ্যকর্মের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ, তাই তাঁদের সমস্ত পাপ পরিমার্জনের জন্য তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রাকৃত অবস্থান এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গোপীগণ স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের তথাকথিত পারিবারিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যগত নীতি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করাই শ্রেষ্ঠতর। এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অনৈতিক কার্যসমূহকে সমর্থন করছে। বাস্তবিকপক্ষে, *ইস্‌কনের* ভক্তবৃন্দ সর্বোচ্চ মানের সংযম ও নীতি অনুশীলন করছে, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অবস্থানও স্বীকার করি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আর তাই অল্পবয়স্কা বালিকাদের সঙ্গে যৌন সংসর্গ উপভোগের কোনও রকম জাগতিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। এই অধ্যায়ে যেমন দেখা যাবে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ভোগ করার জন্য মোটেই আকৃষ্ট ছিলেন না, বরং তিনি তাঁদের প্রেমে আকর্ষিত ছিলেন এবং তাই তাঁদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলী অনুকরণ করা মহা অপরাধ। ভারতে প্রাকৃত-সহজিয়া বলে একটি সম্প্রদায় আছে, যারা কৃষ্ণের এই ধরনের ঘটনাবলী অনুকরণ করে এবং কৃষ্ণ উপাসনার নামে অল্পবয়স্ক নগ্ন মেয়েদের উপভোগ করার চেষ্টা করে। *ইস্‌কন* আন্দোলন কঠোরভাবে ধর্মের এই বৃথা অনুকরণকে অগ্রাহ্য করে, কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় অপরাধ হাস্যকরভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে অনুকরণ করা। *ইস্‌কন* আন্দোলনে কোনও সস্তা অবতার নেই এবং তাই এই আন্দোলনের কোনও ভক্তের পক্ষে নিজেকে কৃষ্ণের পদে উন্নীত করাও সম্ভব নয়।

পাঁচশো বৎসর পূর্বে কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি তাঁর ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করেছিলেন এবং চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবাব্রত পালনের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কঠোরভাবে নারী সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। কৃষ্ণ যখন নিজে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন

আমাদের মনোযোগ আকর্ষণকারী এই সমস্ত বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবান এই ধরনের লীলা অনুষ্ঠান করতে পারেন তা শ্রবণ করে আমাদের ঈর্ষান্বিত বা মর্মাহত হওয়া উচিত নয়। আমাদের মর্মাহত হওয়ার কারণ আমাদের অজ্ঞতা, কারণ আমরা যদি এই ধরনের কাজ করতে চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের দেহ কামের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে পড়বে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব, তাই কোনও প্রকার জড় বাসনার দ্বারা তিনি বিচলিত হন না। এভাবেই, গোপীদের নৈতিকতার সাধারণ মান পরিত্যাগ করে, দু'হাত মাথায় তুলে কৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে অবনত হওয়ার ঘটনাটি শুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ আত্মনিবেদনের একটি উদাহরণ এবং ধর্মীয় নীতির বিরোধী নয়।

প্রকৃতপক্ষে, গোপীদের আত্মনিবেদন সকল ধর্মের পূর্ণতা-স্বরূপ। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ তাই বর্ণনা করছেন—"সেই গোপিকারা ছিলেন অত্যন্ত সরলচিত্ত বালিকা এবং কৃষ্ণ তাঁদের যা বলতেন, তাই তাঁরা সত্য বলে মেনে নিতেন। বরুণদেবের ক্রোধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং তাঁদের ব্রতপালনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এবং সর্বোপরি তাঁদের পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই আদেশ পালন করলেন, এভাবেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত এবং সব চাইতে অনুগত সেবকে পরিণত হলেন।

"গোপীদের কৃষ্ণভাবনামৃতের সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। প্রকৃতপক্ষে গোপীরা বরুণদেব অথবা অন্য কোন দেবতার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন; তাঁরা কেবল কৃষ্ণকেই সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।"

শ্লোক ২১

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎকরুণস্তেন তোষিতঃ ॥ ২১ ॥

তাঃ—তখন; **তথা**—এভাবেই; **অবনতাঃ**—অবনত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—কৃষ্ণ, দেবকীপুত্র; **বাসাংসি**—বস্ত্রসকল; **তাভ্যঃ**—তাঁদের; **প্রাযচ্ছৎ**—তিনি ফিরিয়ে দিলেন; **করুণঃ**—সদয়; **তেন**—সেই আচরণের দ্বারা; **তোষিতঃ**—সন্তুষ্ট।

অনুবাদ

তাঁদের ঐভাবে প্রণত হতে দেখে, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীনন্দন তাঁদের প্রতি করুণা অনুভব করে এবং তাঁদের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দিলেন।

শ্লোক ২২

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥ ২২ ॥

দৃঢ়ম্—সম্পূর্ণরূপে; **প্রলব্ধাঃ**—প্রবঞ্চিতা; **ত্রপয়া**—তাঁদের লজ্জার; **চ**—এবং; **হাপিতাঃ**—বঞ্চিতা; **প্রস্তোভিতাঃ**—পরিহাসিত; **ক্রীড়ন-বৎ**—খেলার পুতুলদের মতো; **চ**—এবং; **কারিতাঃ**—আচরণ করেছিল; **বস্ত্রাণি**—তাঁদের বস্ত্রগুলি; **চ**—এবং; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অপহৃতানি**—অপহৃত; **অথ অপি**—তা সত্ত্বেও; **অমুম**—তাঁর প্রতি; **তাঃ**—তাঁরা; **ন অভ্যসূয়ন্**—অসূয়াভাবাপন্ন হননি; **প্রিয়**—তাঁদের প্রিয়তম; **সঙ্গ**—সঙ্গের দ্বারা; **নির্বৃতাঃ**—আনন্দিত।

অনুবাদ

যদিও গোপীরা সম্পূর্ণরূপে প্রবঞ্চিতা হয়েছিলেন, তাঁদের লজ্জা থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন এবং খেলার পুতুলের মতো আচরণ করেছিলেন এবং যদিও তাঁদের বস্ত্রগুলি অপহৃত হয়েছিল, তবুও তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি অসূয়াভাবাপন্ন হননি। বরং, তাঁদের প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার এই সুযোগ লাভ করে তাঁরা কেবল আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেন, "ব্রজগোপিকাদের এই মনোভাবের বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, 'হে প্রাণনাথ কৃষ্ণ, তুমি আমাকে আলিঙ্গন করতে পার অথবা পদদলিত করতে পার, অথবা আমার সম্মুখে কখনই উপস্থিত না থেকে তুমি আমাকে মর্মাহত করতে পার। তুমি যা ইচ্ছা কর তাই করতে পার, কারণ যে-কোন আচরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার রয়েছে। তোমার সমস্ত রকমের আচরণ সত্ত্বেও, তুমি আমার নিত্য প্রভু এবং আমার অন্য কোনও আরাধ্য বস্তু নেই।' এটিই ছিল কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের মনোভাব।"

শ্লোক ২৩

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ॥ ২৩ ॥

পরিধায়—পরিধান করে; **স্ব-বাসাংসি**—তাঁদের নিজ নিজ বস্ত্র; **প্রেষ্ঠ**—তাঁদের প্রিয়তমের; **সঙ্গম**—এই সঙ্গ দ্বারা; **সজ্জিতাঃ**—তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে; **গৃহীত**—আকৃষ্ট; **চিত্তা**—যাঁদের মন; **ন**—পারলেন না; **উ**—বস্তুত; **চেলুঃ**—চলতে; **তস্মিন্**—তাঁর প্রতি; **লজ্জায়িত**—লজ্জাপূর্ণ; **ঈক্ষণাঃ**—যাঁদের দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গ করার ফলে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এভাবেই তাঁর দ্বারা তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন। তাই, তাঁদের বস্ত্রসমূহ পরিধান করার পরেও তাঁরা চলতে পারলেন না। তাঁর প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে, তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গের মাধ্যমে গোপীগণ আগের চেয়েও তাঁর প্রতি আরও অধিক আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক যেমন কৃষ্ণ তাঁদের বস্ত্র অপহরণ করেছিলেন, তেমনই তাঁদের মন এবং ভালবাসাও অপহরণ করেছিলেন। গোপীরা প্রমাণরূপে সমগ্র ঘটনার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, কৃষ্ণও তাঁদের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তা না হলে, তিনি কেন এভাবেই তাঁদের সঙ্গে ক্রীড়া করার বিড়ম্বনা গ্রহণ করবেন? যেহেতু তাঁরা ভেবেছিলেন যে, কৃষ্ণ এখন তাঁদের প্রতি আসক্ত, তাই তাঁরা তাঁর প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাঁদের বর্ধিত প্রেমভাব দ্বারা অভিভূত হয়ে, তাঁরা যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে নড়তে পারলেন না। কৃষ্ণ তাঁদের লজ্জাকে বশ করেছিলেন এবং জল থেকে বিবস্ত্র হয়ে বেরিয়ে আসতে তাঁদের বাধ্য করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা পূর্ণরূপে বস্ত্র পরিধান করে, তাঁর উপস্থিতিতে তাঁরা আবার লজ্জিতা হলেন। বাস্তবিকই, এই ঘটনা কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের বিনম্রতা বর্ধিত করেছিল। কৃষ্ণের দিকে তাঁদের একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা কৃষ্ণ লক্ষ করুন সেটা তাঁরা চাননি। কিন্তু তাঁরা সাবধানের সঙ্গে ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া ।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥ ২৪ ॥

তাসাম্—এই সমস্ত কুমারীগণের; **বিজ্ঞায়**—জানতে পেরে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-পাদ**—তাঁর নিজ পাদদ্বয়ের; **স্পর্শ**—স্পর্শের জন্য; **কাম্যয়া**—কামনার দ্বারা; **ধৃত-ব্রতানাম্**—যাঁরা তাঁদের ব্রত গ্রহণ করেছেন; **সঙ্কল্পম্**—সঙ্কল্প; **আহ**—বললেন; **দামোদরঃ**—শ্রীদামোদর; **অবলাঃ**—কুমারীদের।

অনুবাদ

গোপীদের কঠোর ব্রত পালনের সঙ্কল্প পরমেশ্বর ভগবান অবগত ছিলেন। ভগবান আরও অবগত ছিলেন যে, কুমারীরা তাঁর পাদদ্বয় স্পর্শ করার জন্য কামনা করেন, আর তাই ভগবান দামোদর কৃষ্ণ তাঁদের বললেন।

শ্লোক ২৫

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্ ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ২৫ ॥

সঙ্কল্পঃ—সঙ্কল্প; **বিদিতঃ**—অবগত; **সাধ্ব্যঃ**—হে পুণ্যবতী কুমারীগণ; **ভবতীনাম্**—তোমাদের; **মৎ-অর্চনম্**—আমার অর্চনা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত; **সঃ অসৌ**—সেটি; **সত্যঃ**—সত্য; **ভবিতুম্**—হবে; **অর্হতি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে সাধ্বী কুমারীগণ, এই ব্রতের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আমাকে অর্চনা করা, সেটি আমি জানি। তোমাদের সেই উদ্দেশ্যটি আমার দ্বারা অনুমোদিত এবং অবশ্যই সেটি সত্য হবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ যেমন সমস্ত অবিশুদ্ধ বাসনা থেকে মুক্ত, গোপীরাও তেমনই। কৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে পাওয়ার প্রচেষ্টা তাই ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কামনার দ্বারা চালিত ছিল না বরং কৃষ্ণের সেবা করা ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার অদম্য বাসনার দ্বারা তা চালিত ছিল। তাঁদের ঐকান্তিক ভালবাসার ফলে, গোপিকারা কৃষ্ণকে ভগবানরূপে দর্শন না করে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে পরম বিস্ময়কর বালকরূপেই দর্শন করেছিলেন, এবং সুন্দরী বালিকারূপে তাঁরা শুধু প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বিশুদ্ধ বাসনা হৃদয়ঙ্গম করে প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভগবান সাধারণ কামের দ্বারা কখনই সন্তুষ্ট হতে পারেন না, কিন্তু বৃন্দাবনের গোপবালিকাদের ঐকান্তিক প্রেমভক্তির দ্বারা তিনি বিচলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।
ভর্জিতা ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ২৬ ॥

ন—না; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশিত**—সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট; **ধিয়াম্**—যাঁদের চেতনা; **কামঃ**—বাসনা; **কামায়**—জাগতিক কামের প্রতি; **কল্পতে**—চালিত হয়; **ভর্জিতাঃ**—ভাজা; **কথিতাঃ**—রান্না করা; **ধানাঃ**—শষ্য; **প্রায়ঃ**—প্রায়শ; **বীজায়**—অঙ্কুর; **ন ঈশতে**—উদ্‌গমে সমর্থ হয় না।

অনুবাদ

যাঁদের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট তাঁদের বাসনা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য জাগতিক কামের দিকে চালিত হয় না, ঠিক যেমন ভাজা ও রান্না করা যবের দানাগুলি থেকে আর নতুন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না।

তাৎপর্য

ময্যাবেশিতধিয়াম্ কথাটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু কৃষ্ণ হচ্ছেন শুদ্ধ চিন্ময় সত্তাবিশিষ্ট, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ ভক্তির উন্নত স্তর লাভ করছেন, ততক্ষণ মন ও বুদ্ধিকে তিনি কৃষ্ণের উপর স্থির করতে পারেন না। আত্ম-উপলব্ধির স্তর বাসনাহীন নয় বরং সেটি বিশুদ্ধ বাসনার স্তর, যেখানে কেউ কেবলমাত্র কৃষ্ণের আনন্দেরই বাসনা করেন। গোপীগণ অবশ্যই মাধুর্য প্রেমের মনোভাবের দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁদের মন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সামগ্রিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের উপর নিবিষ্ট হওয়ায় তাঁদের প্রণয় আকাঙ্ক্ষা কখনই জাগতিক কামরূপে প্রকাশিত হয়নি; বরং, তা ছিল সবচেয়ে উন্নত মানের ভগবৎ-প্রেম যা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কখনও কখনও দেখা যায়।

শ্লোক ২৭

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্যার্চনং সতীঃ ॥ ২৭ ॥

যাত—এখন যাও; **অবলাঃ**—প্রিয় কুমারীগণ; **ব্রজম্**—ব্রজে; **সিদ্ধাঃ**—তোমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **ইমাঃ**—এই সকল; **রংস্যথ**—তোমরা উপভোগ করবে; **ক্ষপাঃ**—রজনী; **যৎ**—যে; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্যে; **ব্রতম্**—ব্রত; **ইদম্**—এই; **চেরুঃ**—তোমরা সম্পাদন করেছ; **আর্যা**—দেবী কাত্যায়নীর; **অর্চনম্**—অর্চনা; **সতীঃ**—শুদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

হে কুমারীগণ, এখন তোমরা ব্রজে ফিরে যাও। তোমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, কারণ আমার সঙ্গের মাধ্যমে তোমরা আগামী রজনীগুলি উপভোগ করবে। হে সতীগণ, মোটের উপর তোমাদের দেবী কাত্যায়নীর পূজাব্রত পালনের এই উদ্দেশ্য ছিল।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ ।
ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুর্ব্রজম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এভাবেই; **আদিষ্টাঃ**—নির্দেশিত হয়ে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **লব্ধ**—লাভ করে; **কামাঃ**—তাঁদের মনস্কামনা; **কুমারিকাঃ**—কুমারীগণ; **ধ্যায়ন্ত্যঃ**—ধ্যান করতে করতে; **তৎ**—তাঁর; **পদ-অম্ভোজম্**—পাদপদ্মদ্বয়; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **নির্বিবিশুঃ**—তাঁরা ফিরে গেলেন; **ব্রজম্**—ব্রজে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা এভাবেই নির্দেশিত হয়ে, পূর্ণকামা কুমারীগণ সর্বক্ষণ তাঁর পাদপদ্মদ্বয় ধ্যান করতে করতে অতি কষ্টে নিজেরা ব্রজে ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

গোপীদের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পতিরূপে আচরণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। একজন যুবতী বালিকা কখনই তার পতি ব্যতীত অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে না, আর তাই কৃষ্ণ যখন আগত শরৎকালে রাত্রিকালীন রাসনৃত্যে এই কুমারীদের নিয়োজিত করতে সম্মত হলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন পতির ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁর জন্য তাঁদের ভালবাসার প্রতিদান দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
বৃন্দাবনাদ্ গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ ॥ ২৯ ॥

অথ—কিছুকাল পরে; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **পরিবৃতঃ**—পরিবৃত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র; **বৃন্দাবনাৎ**—বৃন্দাবন থেকে; **গতঃ**—তিনি গমন করলেন; **দূরম্**—দূরে; **চারয়ন্**—চারণ করতে করতে; **গাঃ**—গাভী; **সহ-অগ্রজঃ**—তাঁর ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে।

অনুবাদ

কিছুকাল পরে দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে বেশ দূরে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অল্পবয়স্কা গোপীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন তা বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বর্ণনার সূচনা শুরু করলেন।

শ্লোক ৩০

নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ ।
আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩০ ॥

নিদাঘ—গ্রীষ্ম ঋতুর; অর্ক—সূর্যের; আতপে—উত্তাপে; তিগ্মে—প্রচণ্ড; ছায়াভিঃ—ছায়ার দ্বারা; স্বাভিঃ—তাদের নিজ নিজ; আত্মনঃ—নিজের জন্য; আতপত্রায়িতান্—ছত্ররূপে সেবা; বীক্ষ্য—দর্শন করে; দ্রুমান্—বৃক্ষগুলিকে; আহ—তিনি বললেন; ব্রজ-ওকসঃ—ব্রজবালকদের।

অনুবাদ

সূর্যের উত্তাপ যখন তীব্র হল, তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, বৃক্ষগুলি তাঁকে ছায়া প্রদান করে ছত্রের মতো আচরণ করছে এবং তাই তিনি তাঁর বালকসখাদের এভাবে বললেন।

শ্লোক ৩১-৩২

হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জুন ।
বিশাল বৃষভৌজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ ॥ ৩১ ॥
পশ্যতৈতান্মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্ ।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥ ৩২ ॥

হে স্তোককৃষ্ণ—হে স্তোককৃষ্ণ; হে অংশো—হে অংশু; শ্রীদামন্ সুবল অর্জুন—হে শ্রীদামা, সুবল ও অর্জুন; বিশাল বৃষভ ওজস্বিন্—হে বিশাল, বৃষভ ও ওজস্বী; দেবপ্রস্থ বরূথপ—হে দেবপ্রস্থ ও বরূথপ; পশ্যত—দেখ; এতান্—এই সমস্ত; মহা-ভাগান্—অত্যন্ত ভাগ্যবানদের; পর-অর্থ—অপরের উপকারের জন্য; একান্ত—সম্পূর্ণরূপে; জীবিতান্—যাঁদের জীবন; বাত—বায়ু; বর্ষ—বৃষ্টি; আতপ—সূর্যতাপ; হিমান্—এবং তুষার; সহন্তঃ—সহ্য করে; বারয়ন্তি—রক্ষা করে; নঃ—আমাদেরকে।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে স্তোককৃষ্ণ ও অংশু, হে শ্রীদামা, সুবল ও অর্জুন, হে বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ ও বরূথপ, এই মহা সৌভাগ্যবান বৃক্ষসমূহ দর্শন কর,

যাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত। এমন কি বায়ু, বর্ষা, তাপ ও তুষার সহ্য করেও তারা এই সমস্ত উপাদান থেকে আমাদের রক্ষা করছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কঠিনহৃদয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পত্নীদের তাঁর কৃপা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং এই শ্লোকে ভগবান ইঙ্গিত করছেন যে, যাঁরা পরোপকারী নয় এমন ব্রাহ্মণদের চেয়েও অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত বৃক্ষসকলও শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের অবশ্যই এই বিষয়টি শান্তভাবে পাঠ করা উচিত।

শ্লোক ৩৩

অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবনম্ ।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৩৩ ॥

অহো—ওহে, দেখ; **এষাম্**—এই বৃক্ষসমূহের; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **জন্ম**—জন্ম; **সর্ব**—সমস্ত; **প্রাণি**—জীবদের জন্য; **উপজীবনম্**—যারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে; **সুজনস্য ইব**—একজন মহান ব্যক্তির মতো; **যেষাম্**—যাদের কাছ থেকে; **বৈ**—অবশ্যই; **বিমুখাঃ**—নিরাশ হয়ে; **যান্তি**—ফিরে যায়; **ন**—কখনও না; **আর্থিনঃ**—যারা কোনও কিছু প্রার্থনা করে।

অনুবাদ

দেখ, কিভাবে এই বৃক্ষগুলি প্রতিটি জীবকে পোষণ করছে! তাদের জন্ম সফল। তাদের আচরণ ঠিক মহাপুরুষের মতো, কারণ তাদের কাছে কোনও কিছু প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*আদিলীলা* ৯/৪৬) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ ।
গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥ ৩৪ ॥

পত্র—তাদের পাতা; **পুষ্প**—ফুল; **ফল**—ফল; **ছায়া**—ছায়া; **মূল**—মূল; **বল্কল**—গাছের ছাল; **দারুভিঃ**—ও কাঠের দ্বারা; **গন্ধ**—তাদের গন্ধ; **নির্যাস**—রস; **ভস্ম**—

ছাই; **অস্থি**—মণ্ড; **তোকৈঃ**—ও অঙ্কুরের দ্বারা; **কামান্**—আকাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলি; **বিতন্বতে**—তারা প্রদান করে।

অনুবাদ

এই বৃক্ষগুলি তাদের পত্র, পুষ্প ও ফলের দ্বারা, তাদের ছায়া, মূল, বল্কল ও কাঠের দ্বারা এবং তা ছাড়া তাদের গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, মণ্ড ও অঙ্কুর দ্বারা সকলেরই কামনা পূর্ণ করে।

শ্লোক ৩৫

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়আচরণং সদা ॥ ৩৫ ॥

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; **জন্ম**—জন্মের; **সাফল্যম্**—সাফল্য; **দেহিনাম্**—প্রতিটি জীবের; **ইহ**—এই জগতে; **দেহিষু**—যারা দেহধারী তাদের প্রতি; **প্রাণৈঃ**—জীবনের দ্বারা; **অর্থৈঃ**—অর্থের দ্বারা; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **শ্রেয়ঃ**—নিত্য মঙ্গল অনুষ্ঠান; **আচরণম্**—ব্যবহারিকভাবে আচরণ করে; **সদা**—নিরন্তর।

অনুবাদ

জীবন, মন, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা অপরের উপকারের জন্য কল্যাণমূলক কার্যের অনুষ্ঠান করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*আদিলীলা* ৯/৪২) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

ইতি প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ ।
তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যতো যমুনাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি—এভাবেই বলে; **প্রবাল**—নবপল্লবের; **স্তবক**—গুচ্ছের দ্বারা; **ফল**—ফল; **পুষ্প**—ফুল; **দল**—ও পাতার; **উৎকরৈঃ**—প্রাচুর্যের দ্বারা; **তরূণাম্**—বৃক্ষদের; **নম্র**—অবনত; **শাখানাম্**—যার শাখাসমূহ; **মধ্যতঃ**—মধ্যখান থেকে; **যমুনাম্**—যমুনা নদীতে; **গতঃ**—তিনি উপনীত হলেন।

অনুবাদ

এভাবেই নবপল্লব, ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহের প্রাচুর্যের দ্বারা অবনত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে নির্গত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৩৭

তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ ।
ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্র—সেখানে; **গাঃ**—গাভীগুলি; **পায়য়িত্বা**—পান করিয়ে; **অপঃ**—জল; **সু-মৃষ্টাঃ**—স্বচ্ছ; **শীতলাঃ**—শীতল; **শিবাঃ**—স্বাস্থ্যকর; **ততঃ**—তার পর; **নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **স্বয়ম্**—নিজেরা; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **কামম্**—মুক্তভাবে; **স্বাদু**—মিষ্ট স্বাদযুক্ত; **পপুঃ**—তাঁরা পান করলেন; **জলম্**—জল।

অনুবাদ

গোপবালকেরা যমুনার স্বচ্ছ, শীতল ও স্বাস্থ্যকর জল গাভীদের পান করালেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, গোপবালকেরা নিজেরাও পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে সেই সুস্বাদযুক্ত জল পান করলেন।

শ্লোক ৩৮

তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্নৃপ ।
কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্তা ইদমব্রুবন্ ॥ ৩৮ ॥

তস্যাঃ—যমুনা সংলগ্ন; **উপবনে**—একটি ছোট বনের মধ্যে; **কামম্**—যথেচ্ছভাবে; **চারয়ন্তঃ**—চারণ করতে করতে; **পশূন্**—পশুসকলকে; **নৃপ**—হে রাজন্; **কৃষ্ণ-রামৌ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের; **উপাগম্য**—নিকটে এসে; **ক্ষুৎ-আর্তাঃ**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—তাঁরা (গোপবালকেরা) বললেন।

অনুবাদ

তার পর হে রাজন্, যমুনার সমীপবর্তী উপবনে গোপবালকেরা যেমন ইচ্ছা পশুচারণ করতে শুরু করলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা ক্ষুধায় পীড়িত হলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে এসে তাই বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, গোপবালকরা বুঝেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত হয়ে থাকতে পারেন, তাই তাঁরা নিজেরাই ক্ষুধার্ত হবার ভান করেছিলেন যাতে কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজনের যথাযোগ্য আয়োজন করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।